Fanar
Kuwait Center for Documentation of Humanitarian work

باللغة البنغالية

Filipino Language

IPC
لجنة التعريف بالإسلام
ISLAM PRESENTATION COMMITTEE
جمعية النجاة الخيرية

স্মৃতিকথা সপ্তম বার্ষিকী
কুয়েত মানবিক কর্মকান্ডের বৈশ্বিক কেন্দ্র

০৯/০৯/২০১৪-০৯/০৯/২০২১

দেশের নাম- কুয়েত	কুয়েত
রাজধানী	কুয়েত
আয়তন	১৭,৮১৮ কিলো২
জনসংখ্যা	আনুমানিক ৪,৫০০,০০০ জন

1- কুয়েত রাজ্যের সাধারণ পরিচিতি

কুয়েত রাজ্য একটি আরব মুসলিম দেশ যা মধ্যপ্রাচ্যের আরব উপসাগরের উত্তর -পশ্চিমে অবস্থিত। দেশটির পূর্বে আরব সাগর। উত্তর পশ্চিমে ইরাক, এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমে সৌদি আরব। এবং সমুদ্র সৈকতের পরিধি ২৯০ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকা জোড়ে।

কুয়েতে নয়টি দ্বীপ আছে, ফাইলাকা, বুবিয়ান, মিসকান, ওয়ারবা, আওয়াহ, উম্মুল মারাদিম, উম্মে আল-নামল, কুব্বার এবং কারুহ।

ফাইলাকা দ্বীপটি অন্যতম বিখ্যাত দ্বীপ যা বিস্তৃত রয়েছে মানব সভ্যতাসহ, বহু সভ্যতা দ্বারা, যার চিহ্ন আজও বিধ্যমান।

2- মানবতার দেশ কুয়েত

সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে কুয়েত প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মানবতার দেশে হিসেবে পরিচিত। বিশেষ করে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে, জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড ও মানবিক উদ্যোগ এবং স্বেচ্ছায় কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ, দেশ ও দেশের বাইরে। কুয়েত এই বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে।

কুয়েত রাজ্য মানবিক কাজে সহায়তার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে

প্রাচীনকাল থেকে তার জনগণ ও প্রবাসীদের প্রতি, সরকারী বেসরকারী ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে আসছে।

দেশটির মানবিক কর্মকাণ্ড বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং জনগণের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, বিভিন্ন দেশের উন্নয়নে অবদান রেখেছে, মানব জীবন উন্নয়নের ক্ষেত্রে ও দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুধা এবং রোগে ভোগা মানুষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলোকে সহযোগিতা অব্যাহত রেখে আসছে। সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য বিভিন্ন সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছে। যার মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ ও উপসাগরীয় কর্তৃপক্ষ। আরব লীগ এবং কুয়েত ফান্ড ফর আরব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট।

দেশটি সাধারণ অনুদান ও ঋণ দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সাহায্য করে আসছে।

১৯৯০ থেকে ২০১৪ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে, কুয়েতের মোট অনুদান ৪২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি, যার মধ্যে প্রায় ৮.৫ বিলিয়ন ডলার লোন, অনুদান এবং সহায়তা করা হয়েছে সরকারি চ্যানেলের মাধ্যমে।

কুয়েতের মানবিক ও উন্নয়নমূলক কাজে অগ্রসর হওয়া এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার পর, ব্রিটেনে সংস্থা (গোবাল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস) কর্তৃক ২০১৪ সালে একটি প্রতিবেদন জারি করা হয়, যার মতে কুয়েত জাতীয় আয়ের তুলনায় মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম দেশ এবং বিশ্বব্যাপী ২০টি দেশের মধ্যেও প্রথম দেশ হিসেবে নির্বাচিত হয়।

কুয়েত সবচেয়ে উদার দেশ। কুয়েত মানবতার কাজে একটি গ্রহণযোগ্য দেশে এটি আরো সম্প্রসারণ করার জন্য 'নতুন কুয়েত' ভিশন ২০৩৫ সাল এর জন্য তার কৌশলগত পরিকল্পনায় জনকল্যাণ ও মানবিক কাজগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছে।

3- ঋণের সুদ বাতিলের উদ্যোগ

কুয়েত সারা বিশ্বব্যাপী তার ভাইদের সাহায্য করে আসছে। কুয়েতের মানবিক উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছিলেন কুয়েতের প্রয়াত আমীর মরহুম শেখ জাবের আল-আহমাদ আল-জাবের আল-সাবাহ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সামনে ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ সালে দরিদ্র দেশগুলো হতে ঋণ বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

4। দেশগুলির মধ্যে সমঝোতার জন্য মধ্যস্থতা

কুয়েত দীর্ঘদিন ধরে দেশ, জনগণ এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে ঘটে যাওয়া বিবাদগুলো সংস্কার ও সমঝোতা করতে উলেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

কুয়েতের প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতার কারণে যখনই কোন দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয় তখনই তার হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। ধারাবাহিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বিশিষ্ট সম্পর্কের কারণে কুয়েতকে বন্ধু শান্তির দেশ ঘোষণা করা হয়।

5- বৈশ্বিক মানবিক কেন্দ্র

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ কুয়েতকে মানবিক, জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের প্রশংসা করে **'বৈশ্বিক মানবিক কেন্দ্রচ** হিসেবে ঘোষণা করেছিলো।

যা প্রধানত সিরিয়ার জনগণের জন্য সহায়তা সম্মেলনে প্রদর্শিত হয়েছিল, যেখানে চলমান যুদ্ধের কারণে শিশুরা মানবেতর জীবন যাপন করছিলো। কুয়েত তার মাটিতে ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে তিনটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। আর চতুর্থ সম্মেলন ২০১৬ সালে যা ব্রিটেনে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো সেখানেও কুয়েত অংশগ্রহণ করেছে।

দাতা সম্মেলন এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ও জনগণকে সাহায্য করার জন্য তার মহান প্রচেষ্টার জন্য, এই সম্মেলনগুলোর মধ্যে রয়েছে গাজার শিশুদের জন্য ত্রাণ বিষয়ক সম্মেলন এবং ইরাকের পুনর্গঠন সহায়তাকারী সম্মেলন। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বানকিমুন, বিশ্বব্যাপী কুয়েতের বহুমুখী কল্যাণমূলক কাজের জন্য এই আমীরকে 'মানবতাবাদী নেতা' বা আল-কায়েদ আল ইনসানিয়্যা উপাধিতে ভূষিত করেন। এবং কুয়েত রাষ্ট্রকে গোবাল হিউম্যানিটি সেন্টার বা বৈশ্বিক মানবিক কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

বহু বছর ধরে, কুয়েত, সরকারী এবং বেসরকারী দাতা সংস্থা এবং স্থানীয় দাতা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, ষাটের দশকের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত কুয়েত তহবিল সাহায্য এবং অনুদান প্রদান করে, এবং যার সহজ ঋণের পরিমাণ ১৩ বিলিয়ন ডলার, বা এক বিলিয়ন দিনার। যার পরিমাণ প্রায় এক হাজার ঋণ, যা থেকে একশরও বেশি দেশের মানুষ উপকৃত হয়েছে।

কুয়েত মানুষের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার স্বার্থে দেশ, জনগণ এবং মানবিক সংগঠনগুলোকে তার সাহায্য ও অনুদান প্রদান অব্যাহত রেখেছে। কুয়েত অনেক সাহায্য সহযোগিতা করেছে, যেমন: ২০০৭ সালে প্যারিসে দাতা সম্মেলনে ফিলিস্তিনিদের সহায়তার জন্য কুয়েত ৩০০ মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছিল।

কুয়েত ২০০৯ সালের ২০ জানুয়ারি প্রথম আরব অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলনের সময় আরব বিশ্বে ছোট এবং মাঝারি বেসরকারি খাতের প্রকল্পগুলিকে দুই বিলিয়ন ডলারের সহায়তা ও অর্থায়নের জন্য একটি তহবিল প্রতিষ্ঠা করেছিল, যার জন্য কুয়েত ৫০০মিলিয়ন ডলার এবং প্রযুক্তি ও ডিজিটাল অর্থনীতি তহবিল ২০১৯ সালে বৈরুতে চতুর্থ আরব অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলনে কুয়েত নেতৃত্বদানকালে, ২০০মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছিলো, কুয়েত একাই ৫০ মিলিয়ন ডলার দিয়েছিলো এবং আফ্রিকা মহাদেশের উন্নয়নের জন্য আব্দুর রহমান আল-সুমিত প্রতিযোগিতার ঘোষণা করেছিল।

২০১৯ সালের মার্চ মাসে কুয়েত সিরিয়ার জনগণের কষ্ট লাঘবের জন্য তিন বছরের মধ্যে ৩০০মিলিয়ন ডলার দান করেছে। সে বছর মার্চ পর্যন্ত সিরিয়ার জনগণের জন্য কুয়েতের অনুদানের পরিমাণ ছিল ১.৬ বিলিয়ন ইউ এস ডলার।

এই সব মানবিক সাফল্য কুয়েত অর্জন করেছে এবং জনকল্যাণমূলক প্রচেষ্টা পূর্ণতা পেয়েছে, কুয়েত তার মানবিক কর্মকাণ্ড এবং গোপনীয় সহযোগিতার কারণে পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

6- দাতা বা সহায়তা সম্মেলনসমূহ

কুয়েত ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ও জনগণকে সাহায্য করার জন্য বেশ কয়েকটি দাতা সম্মেলন করেছে, সেগুলো নিম্নরূপ:

-২০১০সালে কুয়েতে পূর্ব সুদানের জন্য দাতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়:

এতে ৪২টি দেশের আর্থিক প্রতিশ্রুতি এবং ৩০৫

বিলিয়ন ডলার সহযোগিতা করে। এবং ৩০টি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, সুশীল সমাজ সংগঠন এবং ৮৪টি কোম্পানি অংশগ্রহণ করেছে এবং কুয়েত ৫০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য করে সম্মেলন সফল করতে অবদান রেখেছে।

-২০১৩ সালে কুয়েতে সিরিয়ার জনগণকে সাহায্য করার জন্য দাতাগোষ্ঠীর প্রথম সম্মেলনঃ ৫৯টি দেশ এতে ১.৬ বিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতি দিযয়ে অংশ নিয়েছিল, যার মাধ্যমে কুয়েত ৩০০মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছিল, এবং সম্মেলনে ১৩টি আন্তর্জাতিক মানবিক সংগঠন অংশগ্রহণ করেছিল যারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ১৯৪ মিলিয়ন ডলার সাহায্য করবে বলে।

-২০১৪ সালে কুয়েতে সিরিয়ান জনগণকে সাহায্য করার জন্য দাতাগোষ্ঠীর দ্বিতীয় সম্মেলনঃ

এতে ৬৯টি দেশ এবং ২৪টি মানবিক সংগঠন অংশ নিযয়েছিল, যেখানে ৬ বিলিয়ন ডলার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেখানে কুয়েত একাই ৫০০ মিলিয়ন ডলার দিয়েছিলো। আর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ১৮৩ মিলিয়ন ডলার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

-২০১৪ সালে কায়রোতে গাজা পুনর্গঠনের জন্য দাতাগোষ্ঠীর সম্মেলনঃ

এই সম্মেলনে ৫০টি অংশ নিয়েছিল, ইহুদিবাদী আগ্রাসনের পর গাজাবাসীদের জন্য ৫.৭ বিলিয়ন ডলার সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। জনসংখ্যা, শিল্প ও উন্নয়ন খাতে গাজা পুনর্গঠনের জন্য কুয়েত ২০০ মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে।

-২০১৫ সালে কুয়েতে সিরিয়ান জনগণকে সাহায্য করার জন্য দাতাগোষ্ঠীর দ্বিতীয় সম্মেলনঃ

৭৯টি দেশ এবং ৪০টি সংস্থা এতে অংশগ্রহণ করেছিল। মানবিক প্রতিশ্রুতি ৮.৪ বিলিয়ন ডলার এবং কুয়েত সহায়তা করেছে ৫০০ মিলিয়ন ডলার।

-২০১৬ সালে ব্রিটেনে সিরিয়ান জনগণকে সাহায্য করার জন্য দাতাগোষ্ঠীর চতুর্থ সম্মেলনঃ

এতে ৭০টি দেশ অংশ নিয়েছিল, আর প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আয়োজক দেশ ব্রিটেন, কুয়েতের আমীরকে সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচন করা হয়। কুয়েত এই সম্মেলনে ৩০০ মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছিল।

-২০১৭ সালে সোমালিয়ায় শিক্ষা খাতে অনুদানের জন্য কুয়েতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়

-২০১৭ সালে ইহুদিবাদী সত্তা কর্তৃক শিশু অধিকার সনদ লঙ্ঘন সংক্রান্ত ফিলিস্তিনি শিশুদের নিরাপত্তা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কুয়েতে অনুষ্ঠিত হয়।

-২০১৮ সালে ইরাক পুনর্গঠনের জন্য কুয়েতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন

৭৬টি দেশ এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছিল, যারা ৩০ বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। আর কুয়েত একাই ১ বিলিয়ন ডলার প্রদান করেছিল। কুয়েত দেশ ও জনগণকে অনেক সাহায্য প্রদান করেছে, ফলে বিশ্বের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

কুয়েত ২০১৬ সালের মে মাসে তুরস্কে বিশ্ব মানবিক সম্মেলনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে মানবিক সংকট মোকাবেলায় সম্মেলনের পরের পাঁচ বছরে ৫ বিলিয়ন ডলার প্রদান করবে, যাতে নিশ্চিত করে যে কুয়েত সাবাহ পরিবারের তত্ত্বাবধানে দেশ ও জনগণের উন্নয়নে মানবিক কাজ চালিযয়ে যাবে। সাবাহ পরিবারসহ কুয়েতের সাধারণ নাগরিক ও কুয়েতের বিভিন্ন সমবায় সমিতির সহায়তায় জনকল্যাণমুখী কাজের আঞ্জাম দিয়ে যাবে।

7- ২০১৯ সালে এক বিলিয়ন ক্ষুধার্ত মানুষকে খাদ্য প্রদান

আন্তর্জাতিক ইসলামী দাতা সংস্থা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনেক সহযোগিতা প্রকল্প গ্রহণ করেছে আর সেটা হয়ে উঠেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় দাতা সংস্থার একটি, এবং সরকার, ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাতির কাছে বিশ্বাসযোগ্য ও বিশেষায়িত সংস্থা।

এবং এটি ইসলামী সহযোগিতার সংগঠনে একটি উপদেষ্টা সদস্যপদও পেয়েছে। এবং এ দাতব্য সংস্থা

তার সূচনা লগ্ন হতে অর্জন করেছে বিশ্বজুড়ে দুর্দান্ত সাফল্য তার মধ্য থেকে ২০১৯ সালে বিলিয়ন ক্ষুদার্তকে আহার করানোর ৩ উদ্যোগ চালু করা ।
এটি কুয়েত দ্বারা উদ্ভূত হয়েছিল এবং ৩৭ টি সংস্থা এর বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করেছিল
মানবিক, কারণে এটি প্রায় ৩ বিলিয়ন (তিন শত কোটি) খাবারের পেকেট বিতরণ করেছে ।
এবং উদ্বোধন করেছে সম্প্রদায়ের উন্নয়ন এবং অভাবীদের ক্ষমাতায়নের ক্ষেত্রে ৩৩১,৯৬১ এরও বেশি প্রকল্প এবং ১৩২,৩১৩ মিলিয়নেরও বেশি লোক এটি থেকে উপকৃত হয়েছে । সাথে সাথে ক্ষুধা মোকাবেলা এবং খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ২৪৬৮ টি কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে ।

8- জাতিসংঘের সদস্যপদ এবং আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান

কুয়েত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং জাতিসংঘের আস্থা অর্জন করেছে এটি অনেক আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেছে এবং তার ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘের সদস্যদের কুয়েতে মেয়াদকালের জন্য মনোনীত করা হয় ।
একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্যপদ গ্রহণের জন্য নতুন দুই বছরের জন্য, ১৯৩ টি দেশ থেকে ১৮৮ টি ভোট পেয়ে মনোনীত হয়ে রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণ করেন ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে । ৪০ বছর পর ঘুরছে নিরাপত্তা পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদের ।
এটা ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালে ছিল, উলেখ্য যে কুয়েত জাতিসংঘে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৬৩ সালে যোগদান করেন ।
কুয়েতকে ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে বিশ্বশান্তির আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজনের জন্য আহবান করা হয় । বিশ্বব্যাংক মহামান্য কুয়েতের আমীর শেখ সাবাহ আল আহমদ (রহ.) - কে সম্মাননা প্রদান করে বিশ্বব্যাংকের সদর দফতরে, তার সামাজিক উন্নয়নে সহায়তার ভূমিকার জন্য এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি পুনরুজ্জীবনের জন্য ।

9- করোনা সংকটে অবদান:

কুয়েত ২০২০ সালে মহামারী দ্বারা আতঙ্কিত হয়েছিল এবং করোনা (কোভিড -১৯) সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছিল, ঐ সময় কুয়েতি দাতা সংস্থাসমূহ একটি অনুদান প্রচার পরিচালনার ব্যবস্থা করেছিল । এটি এক দিনে ৯,১৬৯ মিলিয়ন দিনার (প্রায় ৩০ মিলিয়ন ডলার) সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল । এবং কুয়েতের অভ্যন্তরে, ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল । অনেক পরিবার এবং শ্রমিকরা এ থেকে উপকৃত হয়েছিল ।
এবং লজিস্টিক সহায়তা অনেক মন্ত্রণালয় এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়েছিল ।
কুয়েত রাজ্য ২০২০ ও ২০২১ সালে বেশ কয়েকটি করোনা মহামারি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত দেশকে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করেছে যেমন ফিলিস্তিন, চীন, ইরান ...ইত্যাদি), এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে ৬০ মিলিয়ন ডলার দান করেছে । একইভাবে দাতা সংস্থাগুলিও করোনা ভাইরাস দ্বারা প্রভাবিত দেশগুলির জন্য, অনেক সহায়তা প্রদান করেছে ।
করোনা ভাইরাসের (কোভিড ১৯) মোকাবেলায় বিশেষ এই ভূমিকা রাখায় বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ অনেকেই কুয়েত রাজ্যের ভুয়সী প্রশংসা করেছে ।

10- বৈরুত বন্দর দুর্ঘটনার জন্য প্রথম অনুদান

যেভাবে কুয়েত! লেবানন প্রজাতন্ত্রে, ঘটে যাওয়া বিরাট বিস্ফোরণের দুর্ঘটনার পর প্রথম অনুদান দিয়েছিল যে দুর্ঘটনা বৈরুত বন্দরে ৪ আগস্ট, ২০২০, ঘটেছিল যা জীবন, সম্পত্তি এবং অবকাঠামোর প্রচুর ক্ষতি টেনে আনছিল ।
কুয়েত রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রথম কুয়েত সেনাবাহিনীর বিমান বাহিনীর সাহায্যে একটি বায়ু সেতুর মাধ্যমে সাহায্য শুরু করে ।

11 - কল্যাণ কামণা ও দাতা হিসেবে শেখ নাওয়াফ

জনকল্যাণ ও মানবিক কাজের গুরুত্বের উপর কুয়েতের সকল শাসকদের বিশ্বাসের কারণে, দেশটির শাসকের

জন্য কুয়েত রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সভাপতির পদ গ্রহণ করা প্রথাগত বিষয়, কুয়েতের মহামান্য আমীর শেখ নওয়াফ আল-আহমদ আল-জাবের আল-সাবাহ- আলাহ তাকে হেফাযত করুন- ২০২০ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর মাসে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সভাপতির পদে ভুষিত হন।

মহামান্য আমীর কুয়েতের মানবিক ও জনকল্যাণমুখী সংস্থাগুলোর অগ্রযাত্রা সম্পূর্ণ করার জন্য এটি নিজের হাতে নিয়েছেন, যাতে কুয়েত রিক্ত হস্তে বিনা হিসাবে সহায়তা করতে পারেন।

মহামান্য আমীর বিশ্বের সকল দেশে ত্রাণ অভিযান পরিচালনার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। কোন ভেদাভেদ ছাড়াই এই কাজ অব্যাহত রাখছেন, সহায়তার কাজে রাষ্ট্র যেমন তৎপর ঠিক কুয়েতের সাধারণ জনগণেরও একই বৈশিষ্ট্য।
মহামান্য আমীরের সম্মানে, জামইয়াতুস সালাম বা জনকল্যাণ সমবায় সমিতি তাঁর নামে প্রথমবারের মত ॰সিরিয়া ও ইয়েমেনে ত্রাণের জন্য নওয়াফ আল-খায়ের এবং আল-আতা ট্রাক ক্যাম্পেইন ২০২১ প্রতিষ্ঠা করা হয়।চ
সিরিয়া এবং ইয়েমেনে শরণার্থী এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদর ত্রাণ প্রদানের জন্য ১৫ জানুয়ারি হতে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাস্তবায়িতত হয়েছিল।

এই প্রচারাভিযানটি ৩১৩টি ট্রাক সংগ্রহ করতে সক্ষম হযয়েছিল, যার আনুমানিক খরচ ১,৩৪৯ মিলিয়ন দিনার, যা ৫ মিলিয়ন ডলারের সমান। এ থেকে সিরিয়া এবং ইয়েমেনের ২৮০০ ক্যাম্পে বসবাসকারী ৬ মিলিয়ন লোক উপকৃত হন।

12- বিভিন্ন দেশের বনের আগুন নিভানো

বন্ধুত্বপূর্ণ ও ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের আগুন নেভানোর জন্য কুয়েতের অবদান সর্বজন বিদিত। আগস্ট ২০২১ সালে যখন তুরস্ক ও গ্রীস প্রজাতন্ত্রে বনে আগুন ছড়িয়ে পড়ে, তখন কুয়েত তাদের দমকল বাহিনী বা ফায়ার ব্রিগেড দিয়ে কুয়েতি অগ্নিনির্বাপক দল প্রস্তুত করে। উভয় দেশের জন্য প্রতিটি দল আলাদাভাবে ৪৫ জন দমকলকর্মী নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করা হয় এবং কুয়েতের এই দমকল বাহিনীতে মোট ৯০ জন সদস্য ছিলো।

এবং তারা অগ্নি নির্বাপণে সবচেয়ে বিস্ময়কর ভাবে ভূমিকা রেখেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণ আনার ব্যাপারে তাদের সম্মানজনক বীরত্বপূর্ণ কর্মক্ষমতা দেখিয়ে ফিরেছে, একই ভাবে আগস্ট ২০২১ অগ্নিনির্বাপক দল আলজেরিয়া এবং তিউনিশিয়ায় আগুন নেভাতেও অবদান রেখেছে।

13- পরিশেষে...

মানবিক কাজের ক্ষেত্রে এই সমস্ত অর্জন কুয়েতকে তার মানবিক কাজ এবং নীরব সহযোগিতার কারণে বিশ্বের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে, জনকল্যাণ ও মানবিক কাজের প্রতি কুয়েতের ভালবাসা সাক্ষী হয়ে আছে এবং মানুষের হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

فنـــار
مركز الكويت لتوثيق العمــل الإنســاني
94770552 - 22640404
Kuwait, Hawalli, AlMuthanna st. Block 7, buliding 4, Ground Floor
info@fanarkwt.com